যুগান্তর

তারিখ 17 JAN 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ছাত্রলীগ সভাপতির বাসভবনের সামনে নেত্রীদের অবস্থান

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ইডেন কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইশরাত জাহান অর্চির মারধরের শিকার হয়ে হল থেকে বের হয়ে যাওয়া ছাত্রলীগ নেত্রীরা এবং সাধারণ ছাত্রীরা ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগের বাসার সামনে অবস্থান নিয়েছেন। ঘটনার সুষ্ঠু বিচার এবং সাধারণ সম্পাদককে সংগঠন থেকে বহিষ্কারের দাবিতেই কেন্দ্রীয় সভাপতির বাসার সামনে অবস্থান নিয়েছেন বলে জানান তারা।

শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত তারা ছাত্রলীগ সভাপতির সেগুনবাগিচার বাসার সামনে অবস্থান নেন। এ সময় বিক্ষুব্ধ নেত্রীরা বলেন, ছাত্রলীগ করা সত্ত্বেও আমাদের অন্যায়ভাবে মারধর করে হল থেকে বের করে দিয়েছে ইডেন কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইশরাত অর্চি। এ ব্যাপারে অভিযোগ করতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ছাত্রলীগ সভাপতির বাসার সামনে আসলে ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত সভাপতি ফুয়াদ হাসান পল্লব শারীরিক লাঞ্ছনার হুমকি দিয়ে আমাদের চলে যেতে বলে। হুমকির মুখে সেদিন আমরা চলে যাই। আজ (শুক্রবার) একই দাবিতে আমরা কেন্দ্রীয় সভাপতির বাসার সামনে অবস্থান নিয়েছি। আমরা সোহাগ ভাইয়ের (ছাত্রলীগ সভাপতি) সঙ্গে দেখা করার সুযোগ চাইলেও তিনি আমাদের সুযোগ দিচ্ছেন না।

অবস্থান নেয়া ইডেন কলেজ ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফাহমিদা ইয়াসমিন বীথি যুগান্তরকে জানান, ১১ জানুয়ারি রাতে অর্চিসহ তার নেতাকর্মীরা পূর্বশত্রুতার জের ধরে শাখা ছাত্রলীগের ৬ নম্বর সহ-সভাপতি সোহানী আক্তার তিথী, ৪ নম্বর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শিরীন শিলা, ১ নম্বর সাংগঠনিক সম্পাদক নারগিস আক্তারসহ ৫৪ ছাত্রীকে হল থেকে বের করে দেয়। এদের মধ্যে কলেজের হাসনা বেগম হলের ২০৪ নম্বর কক্ষে থাকা তিথীকে আটকে রেখে প্রথমে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে এবং পরে বেধড়ক মারধর করে। মারধরের একপর্যায়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লে পুলিশের সহায়তায় কলেজ প্রশাসন তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এছাড়া ওইদিন সারা রাত আটকে রেখে জেবুন্নেছা হলের রুমা নামের এক ছাত্রীকে নির্যাতন করে অর্চির নেতাকর্মীরা। বিষয়টি জানতে পেরে কলেজ প্রশাসনকে জানালে পরের দিন সকাল ১০টায় তাকে আশংকাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় বিচারের দাবিতেই আমরা ছাত্রলীগ সভাপতির কাছে এসেছি।

ইডেন কলেজের হল থেকে বের করার জের

অপর এক নেত্রী শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শিরীন শিলা যুগান্তরকে জানান, এর আগে একটি সংঘর্ষের ঘটনায় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ কর্তৃক ইডেন কলেজের কমিটি স্থগিত করা হয়।

তখন থেকে ইডেন কলেজ ছাত্রলীগ সংগঠনের কোনো কর্মসূচিতেই অংশ নিত না। পরে অর্চি আমাদের জানায়, ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর এবং ১ জানুয়ারি তিন দফায় তার সঙ্গে ছাত্রলীগ সভাপতির কথা হয়েছে। তাকে ছাত্রলীগ সভাপতি জানিয়েছেন, যদি তারা কেন্দ্রীয় সভাপতিকে ১ লাখ টাকা দেয় তাহলে তিনি কমিটির স্থগিতাদেশ উঠিয়ে নেবেন। এর জন্য চাঁদা বাবদ তিনি কলেজের পদবিধারী নেত্রীদের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা করে দাবি করেন। ঐ টাকা দিতে অপরাগতা প্রকাশ করলে অর্চি তাদের মারধর করে হল থেকে বের করে দেয়।